মুখবন্ধ

উদীয়মান অর্থনীতির দেশ হিসাবে বাংলাদেশের রয়েছে উজ্জল সম্ভাবনা। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে এ দেশের অর্থনীতিতে বেসরকারি এবং রাষ্ট্রায়ত্ত উভয় খাতই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগসহ অবকাঠামো খাতের উন্নয়ন এবং বাজার স্থিতিশীলতায় সরকারি খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের সংস্থাসমূহ বিভিন্ন সেবা প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে বাংলাদেশকে একটি জনকল্যাণমুখী এবং সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করতে কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিডিপিতে সরকারি ও বেসরকারি খাতে মোট বিনিয়োগের হার ৩১.২৩ শতাংশ, তন্মধ্যে সরকারি খাতের অবদান ৭.৯৭ শতাংশ। তবে বাংলাদেশে জন-উপযোগ (Public Utility) সৃষ্টির ক্ষেত্রে যৌক্তিক কারণে রাষ্টীয় খাতের অবদান গুরুত্বপূর্ণ।

এ প্রকাশনায় ৪৯ (উনপঞ্চাশ) টি অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট প্রাক্কলনসহ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের এ সকল সংস্থাসমূহকে ১. শিল্প; ২. বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি; ৩. পরিবহন ও যোগাযোগ; ৪. বাণিজ্য; ৫. কৃষি ও মৎস্য; ৬. নির্মাণ এবং ৭. সার্ভিস সেক্টর হিসাবে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে।

৪৯টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের সাময়িক হিসাব অনুযায়ী নীট মুনাফার পরিমাণ প্রায় ৫০৮০ কোটি টাকা। তন্মধ্যে ৩৫টি প্রতিষ্ঠান লাভজনকভাবে পরিচালিত হচ্ছে, ১টি প্রতিষ্ঠান ব্রেক ইভেনে এবং ১৩ টি প্রতিষ্ঠান লোকসানের সন্মুখীন হয়েছে। ১৩টি প্রতিষ্ঠানের মোট লোকসানের পরিমাণ প্রায় ১১৩৯৫ কোটি টাকা, তন্মধ্যে বিদ্যুৎ খাতের লোকসান ৯৩১০ কোটি যা ১৩টি প্রতিষ্ঠানের মোট লোকসানের প্রায় ৮১.৭০%। দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ এবং জনকল্যাণার্থে উৎপাদন ব্যয়ের চেয়ে কম মূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের ফলে বিদ্যুৎ খাত লোকসানের সন্মুখীন হচ্ছে। দ্রুত শিল্পায়ন এবং উচ্চ হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য আমরা অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে ভাড়াভিত্তিক ও তরল জ্বালানি নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ও পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি তাতে অদূর ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ খাত স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা মেটাতে নতুন গ্যাসকূপ খনন এবং ইতোমধ্যে এলএনজি আমদানি ও বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে সময়োপযোগী উৎপাদন ও সেবার মান এবং পরিসর বৃদ্ধি করতে পারে সে লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের সংস্কার কর্মসূচি চালু রয়েছে। সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্ব (পিপিপি) প্রক্রিয়ায় বেসরকারি খাতকে উন্নয়নের ধারায় সম্পৃক্ত করার প্রয়াস অব্যাহত আছে। রপ্তানি ও অভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনসহ শিল্প খাতের উন্নয়নে মধ্যমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে শিল্পায়নের গতিকে ত্বরান্বিত করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

আমি আশা করি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের এ বাজেট জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখাসহ রাষ্ট্রীয় নীতিমালা বাস্তবায়ন এবং টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

ঢাকা

১৫ মে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

(আ হ ম মুস্তফা কামাল)
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়।